যুগান্তর

তারিখ 22 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আবদুছ ছাত্তার

এ কোন ছাত্রলীগের আদর্শ?

ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ঘটে গেছে তথাকথিত ছাত্রলীগ কর্তৃক কিছু ঘৃণ্য ঘটনা, যা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ওপর কালিমা লেপে দেয়ার মতো। বুয়েট, রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, পলিটেকনিকসহ আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, যা ছাত্রলীগের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, কারণ ও কার্য পরিমাণগতভাবে সমান। অর্থাৎ পরিমাণের দিক থেকে যতটুকু কারণ উপস্থিত থাকবে ঠিক ততটুকু কার্য উৎপন্ন হবে। কিন্তু বর্তমান ছাত্র সংগঠনগুলোর কৃতকর্মের দিকে তাকালে স্টুয়ার্ট মিলের এ তত্ত্বটি ভুল প্রতিপন্ন হয়। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, যেসব কারণকে কেন্দ্র করে ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে এমন বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম হচ্ছে, তাতে কারণের চেয়ে কার্যের অর্থাৎ অপ্রীতিকর ঘটনার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেশি, যা হওয়ার কথা নয়। এদিকে এমন সুযোগে কি তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রকৃত সৈনিক নয়? এমন প্রশ্ন উড়িয়ে দেয়া যায় না। এর পেছনের কারণটা কী, কারা এর জন্য দায়ী, কোন স্বার্থবাদী মহলের চক্রান্ত আছে কিনা— তা আজ গুরুত্বসহকারে ভাবা দরকার। দেখা দরকার, কোন দুষ্টচক্র বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে কিংবা বোকা বানিয়ে তাদের (দুষ্টচক্রের) অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ছাত্রলীগের ব্যানারের নিচে আশ্রয় নিয়ে মীর জাফরের ভূমিকা পালন করছে কিনা। এমনও হতে পারে, স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারের বিপক্ষ শক্তি কিংবা মহাজোট সরকারের অমঙ্গল কামনাকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তাদের অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মিশে বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা পালন করে জাতির কাছে সরকার এবং সরকারি দল ও অঙ্গসংগঠনের মানমর্যাদাকে হেয় করার চেষ্টা করছে। এমন সন্দেহ করাটাও অযৌক্তিক নয়। কারণ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায়, নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের ব্যানারেই নিজেদের জায়গা করে নেয়; ভিন্নমতের বা আদর্শের সংগঠনে তেমনটা দেখা যায় না। আর প্রকাশ্য ভিন্নমতের বা আদর্শের দ্বারা তেমন ক্ষতি কমই হয়, যতটা হয় মুখোশধারীদের দ্বারা। অথচ ওইসব সংগঠনের (বোমাবাজ ও জঙ্গি) হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, যারা হয়তো নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের ব্যানারেই নিজেদের জায়গা করে নিয়ে কৌশলে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে বেড়ায়। তাই ছাত্রলীগের প্রকৃত নেতাকর্মীদের সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন সম্ভাব্য এমন দুষ্টচক্রের হাত থেকে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ তথা জাতি রক্ষা পায় এবং কলংক থেকে মুক্তি পায়।

সম্প্রতি কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের কমিটি প্রকাশ করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন পর কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিখ্যাত এ ক্যাম্পাসে যে বর্বরোচিত ঘটনার কারণে ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছিল তা সবারই জানা। এখন নতুন কমিটি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে পুরো জাতি প্রত্যাশা করে সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার মাধ্যমে যেন আবার কমিটি বিলুপ্ত না হয়। অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরাও ছাত্রলীগ ও অন্যান্য সংগঠনের নাম ব্যবহার করে অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশ ও জাতির কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তাকে বিনষ্ট করছে। তাই প্রকৃত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ঘুরে দাঁড়ানো দরকার। আবার কোন মুখোশধারী ছাত্রলীগ কমিটিতে স্থান দখল করেছে কিনা সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। যারা বর্তমানে নিজেদের ছাত্রলীগের সদস্য, কর্মী বা নেতা বলে দাবি করে কিংবা করবে তারা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে ছাত্রলীগের আদর্শে আদর্শিত কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করছি।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে কালিমা লেপন করে যাচ্ছে একশ্রেণীর সুযোগসন্ধানী সদস্য। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনেও দেখা দিয়েছে ছাত্রলীগের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব। মহাজোট সরকার বিপুল সম্ভাবনা ও আশার আলো দেখিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। তাদের কাছে সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যাশাও ছিল অনেক। হয়তো সেই প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টাও করে যাচ্ছে সরকার।

কিন্তু এ কথাও সত্য, সরকারের এমন চেষ্টাকে অনেকাংশে ম্লান করেছে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির আদর্শ ধারণ করে এমন মানুষ অগণিত। এমনকি এই মহামানবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একই আদর্শের ছাত্ররাজনীতি এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন কিংবা আছেন, এমন অনেক রাজনীতিক এখনও বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে কিংবা দলের বাইরে রয়েছেন। তাদের কাউকে কাউকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের টকশোতে ছাত্ররাজনীতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। বর্তমান ছাত্ররাজনীতি নিয়ে যখন তারা কথা বলেন, তখন তারাও অবলীলায় স্বীকার করেন, বর্তমান ছাত্ররাজনীতির অবস্থা আগের মতো নেই। অর্থাৎ এ দেশের ছাত্ররাজনীতির যে গৌরবময় ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির যে আদর্শ ছিল, তার সহযোগী ছাত্রনেতাদের যে আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও পাওয়া যায় না এখনকার ছাত্রনেতাদের মধ্যে। এমন অবস্থা যে, কেবল ছাত্রলীগের তা নয়, সব সংগঠনের ছাত্রনেতাদের মধ্যেই তাদের পূর্বপুরুষদের রাজনৈতিক আদর্শের অভাব দেখা যাচ্ছে।

তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড চোখে পড়ার মতো। তাদের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে মনে হয় না, এ সংগঠনের প্রধান বঙ্গবন্ধুর কন্যা। মনে হয় না, এ সংগঠনটি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে। মনে হয়, এ এক ভিন্ন ও ধ্বংসাত্মক আদর্শ ধারণ করে এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। এ দেশের ছাত্ররাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এত দ্রুত ম্লান হয়ে যাওয়ার কথা নয়! তারপরও কেন এমন হচ্ছে? তাহলে

আবদুছ ছাত্তার : *প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
abdussatterjoy@gmail.com

শিক্ষক সম্মেলনে দাবি

সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ চালু করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ইতিহাস শিক্ষক সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, ইতিহাস চর্চা আজ বিপন্ন। স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে ইতিহাস আজ উপেক্ষিত। ব্যবসা ও প্রযুক্তি শিক্ষার নামে নতুন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ বন্ধ। তারা বলেন, অবিলম্বে সব সরকারি-বেসরকারি কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ চালু করতে হবে। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আর ইতিহাসের পঠন-পাঠন বৃদ্ধি করে সাম্প্রদায়িকতা মোকাবেলার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার মিলনায়তনে ইতিহাস শিক্ষক সম্মেলনে শিক্ষক নেতারা এসব কথা বলেন। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা সম্মিলিত উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একেএম শাহনাওয়াজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, সরকারি কলেজ ইতিহাস শিক্ষক পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক সুলতান নিগার চৌধুরী, সদস্য সচিব ড. মোঃ হাবীবুল্লাহ বাহার, কলেজ শিক্ষক ইতিহাস সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোল্লা আমীর হোসেন প্রমুখ। এদিকে সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন বোর্ডের কলেজগুলোতে ইতিহাস বিভাগের একটি তথ্য তুলে ধরা হয়। যেখানে দেখানো হয়, রাজশাহী বোর্ডে ২৮০টি, দিনাজপুর বোর্ডে ৫২টি, সিলেট বোর্ডে ৬০টি, কুমিল্লা বোর্ডে ৫২টি, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৭টি, ঢাকা বোর্ডে ২৭৯টি, বরিশাল বোর্ডে ১৪০টি কলেজে ইতিহাস বিভাগ পড়ানো হয়। এ সময় তারা ইসলামের ইতিহাসের তুলনায় ইতিহাস কমসংখ্যক কলেজে রয়েছে বলেও বিভিন্ন তথ্য শিক্ষকদের সামনে তুলে ধরেন।